সি.এস.ই সোসাইটি নির্বাচনী তফসিল ২০১৭
কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ
শাবিপ্রবি, সিলেট

এতদ্বারা সি.এস.ই সোসাইটি-র সকল সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আগামী ১৩ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে সি.এস.ই সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ জন্য নিম্নে উল্লেখিত পদের বিপরীতে আগ্রহী, সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র দাখিলের আহবান জানানো যাচ্ছে।

নির্বাহী কমিটির স্থায়ী পদসমূহঃ

নির্বাহী কমিটির স্থায়ী পদসমূহ নিম্নে দায়িত্বসহ তালিকাবদ্ধ করা হলো:

ক্রম	পদের নাম	সংখ্যা	পদের যোগ্যতা	দায়িত্ব
১.	সভাপতি	১	বিভাগীয় প্রধান	বিভিন্ন কার্যক্রমে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত প্রদান।
২.	কোষাধ্যক্ষ	১	বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষক	বিভিন্ন কার্যক্রমে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত প্রদান।যাবতীয় আর্থিক লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ করা
৩.	সহ-সভাপতি	১	বিভাগের শিক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত ৪র্থ বর্ষ ২য় সেমিস্টারের (২০১২ ব্যাচ) একজন শিক্ষার্থী	সি.এস.ই সোসাইটিকে নেতৃত্ব প্রদান করা।
৪.	সাধারণ সম্পাদক	১	বিভাগের শিক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত ৩য় বর্ষ ২য় সেমিস্টারের (২০১৩ ব্যাচ) একজন শিক্ষার্থী	সহ-সভাপতিকে সহায়তার মাধ্যমে সি.এস.ই সোসাইটির কার্যক্রমে মূল ভূমিকা পালন করা
৫.	ইভেন্ট ও সংস্কৃতি সম্পাদক	১	বিভাগের শিক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত ৩য় বর্ষ ২য় সেমিস্টারের (২০১৩ ব্যাচ) একজন শিক্ষার্থী	সকল ইভেন্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা
৬.	প্রচার সম্পাদক	১	বিভাগের শিক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত ৩য় বর্ষ ২য় সেমিস্টারের (২০১৩ ব্যাচ) একজন শিক্ষার্থী	সি.এস.ই সোসাইটির বিভিন্ন কার্যক্রমের লিখিত এবং ডিজিটাল প্রচারণা চালানো
৭.	ক্রীড়া সম্পাদক	১	বিভাগের শিক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত ৩য় বর্ষ ১ম সেমিস্টারের (২০১৪ ব্যাচ) একজন শিক্ষার্থী	সকল ধরণের টুর্নামেন্ট আয়োজন করা
৮.	সহ সাধারণ সম্পাদক	১	বিভাগের শিক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত ৩য় বর্ষ ১ম সেমিস্টারের (২০১৪ ব্যাচ) একজন শিক্ষার্থী	সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সহায়তার মাধ্যমে সি.এস.ই সোসাইটির কার্যক্রমে মূল ভূমিকা পালন করা
৯.	নির্বাহী সদস্য	৬	বিভাগের শিক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতি বর্ষ (২০১২,২০১৩,২০১৪,২০১৫,২০১৬-এ,২০১৬-বি) থেকে একজন শিক্ষার্থী	শিক্ষার্থীদের সাথে সোসাইটির সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করা

মনোনয়নপত্রের নির্ধারিত ফিঃ

সভাপতি	২০০০/= টাকা
কোষাধ্যক্ষ	২০০০/= টাকা
সহ সভাপতি	১৫০০/= টাকা
সাধারণ সম্পাদক	১২০০/= টাকা
সহ সাধারণ সম্পাদক	১০০০/= টাকা
ইভেন্ট ও সংস্কৃতি সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক	১২০০/= টাকা
নির্বাহী সদস্য	৮০০/= টাকা

নির্বাচনের বিস্তারিত সময়সূচীঃ

মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়	৮ এপ্রিল ২০১৭	বিকাল ৫ ঘটিকা
মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ও সময়	৯ এপ্রিল ২০১৭	বিকাল ৫ ঘটিকা
ফেস টু ফেস	১২ এপ্রিল ২০১৭	বিকাল ৩ ঘটিকা
ভোট গ্রহন	১৩ এপ্রিল ২০১৭	সকাল ৯টা হতে বিকাল ৪ ঘটিকা
ফলাফল ঘোষনা	১৩ এপ্রিল ২০১৭	বিকাল ৫ ঘটিকা

সংযুক্তিঃ

১। সি.এস.ই সোসাইটি নীতিমালা ২০১৬
২। সি.এস.ই সোসাইটি নির্বাচনী নীতিমালা ২০১৬

.....	.....	.....
মেহেদী হাসান নাহিদ	আবু শাহরিয়ার রাতুল	ইনামুল হাসান

তারিখঃ ৫ এপ্রিল ২০১৭

নির্বাচন কমিশন
সিএসই সোসাইটি নির্বাচন ২০১৭

সিএসই সোসাইটি নীতিমালা ২০১৬

পরিচিতিঃ

সিএসই সোসাইটি , শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের (সিএসই) শিক্ষার্থীদের একটি সংগঠন। বিভাগীয় বিভিন্ন সহ-শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা, বিভিন্ন সেমিনার কর্মশালার আয়োজন, বার্ষিক ট্যুর, সিএসই কার্নিভালসহ বিভিন্ন ইভেন্ট সমন্বয় করা এই সংগঠনের মূল কাজ।

সদস্যতাঃ

শুধুমাত্র সিএসই বিভাগের শিক্ষার্থীরা এই সংগঠনে সাধারণ সদস্য হিসেবে যোগদান করতে পারবে।সদস্যতা ফি ১০০০/= টাকা। সদস্যদের প্রতি সেমিস্টারে ফি প্রদান করতে হবে, যা সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে শাবিপ্রবি সোনালি ব্যাংকে সিএসই সোসাইটির অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে।
বর্তমানে সেমিস্টার প্রতি ফি ২০০/= টাকা, তবে নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে এই ফি পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফি জমা না দিলে ১০০০/= টাকা জরিমানা সহ সমুদয় বকেয়া প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

নির্বাহী কমিটিঃ

সিএসই সোসাইটির কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে প্রতি বছর একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটিতে সিএসই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান পদাধিকারবলে সভাপতি পদে এবং একজন শিক্ষক কোষাধ্যক্ষ পদে পরামর্শক হিসেবে কাজ করবেন। একটি উন্মুক্ত নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে পদসমূহে প্রার্থী নির্বাচিত হবে। প্রতি কমিটির মেয়াদ থাকবে ২ সেমিস্টার, তবে সভাপতি প্রয়োজনে এই মেয়াদ পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।
নির্বাহী কমিটির স্থায়ী পদসমূহের বাইরেও সভাপতি প্রয়োজনে তার পদাধিকারবলে যে কোন অস্থায়ী পদ সৃষ্টি করে সেই পদে যে কোন শিক্ষার্থীকে মনোনিত করতে পারেন

সিএসই সোসাইটির মূল দায়িত্ব সমূহঃ

১. সিএসই বিভাগের শিক্ষার্থীদের সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে উৎসাহিত করা।
২. প্রতিবছর সিএসই কার্নিভাল আয়োজন করা।
৩. প্রতিবছর বার্ষিক ন্যাশনাল ট্যুর আয়োজন করা।
৪. প্রতিবছর বার্ষিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, বার্ষিক ফুটবল টুর্নামেন্ট, বার্ষিক ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট সহ বিভিন্ন খেলাধুলার টুর্নামেন্ট আয়োজন করা।
৫. ২১ ফেব্রুয়ারি মহান আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস সহ বিভিন্ন জাতীয় দিবসে সিএসই সোসাইটির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
৬. সিএসই বিভাগের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে বিভিন্ন ধরণের সেমিনার, কর্মশালার আয়োজন করা।
৭. সাধারণ সদস্যদের নিয়ে প্রতি সেমিস্টারে নূন্যতম ২ টি সাধারণ সভার আয়োজন করা।
৮. সর্বোপরি সিএসই বিভাগের শিক্ষার্থীদের দাবি, প্রয়োজন ও মঙ্গলের জন্য কাজ করা।

নির্বাহী কমিটি সিএসই সোসাইটির সাধারণ সদস্যদের নিয়ে দায়িত্বসমূহ সঠিকভাবে পালনে সচেষ্ঠ থাকবে।

নীতিমালা পরিবর্তনের নিয়মাবলীঃ

এই নীতিমালাটি ২০১৬ সালে সিএসই সোসাইটির প্রচলিত গৌরোবজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য ও নীতির উপর ভিত্তি করে প্রণীত এবং সিএসই সোসাইটি নির্বাহী কমিটি ২০১৪ এর প্রচার সম্পাদক কর্তৃক প্রস্তাবিত ।
নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে এই নীতিমালার যে কোন অংশ পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। এক্ষেত্রে সভাপতি সহ দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতির প্রয়োজন হবে।

সিএসই সোসাইটি নির্বাচনী নীতিমালা ২০১৬

পরিচিতিঃ

সিএসই সোসাইটির নির্বাহী কমিটি একটি উন্মুক্ত,অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে। নির্বাচনের বিস্তারিত নিয়মাবলী নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

নির্বাচনী প্রক্রিয়াঃ

নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিম্নের কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন করা হবে।

১. নির্বাচনের ঘোষণাঃ

সভাপতি/সভাপতি কর্তৃক মনোনিত একজন শিক্ষক প্রতিনিধি মনোনয়নপ্রত্র দাখিলের তারিখ, নির্বাচনের তারিখ সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সূচনা করবেন।

২. নির্বাচন কমিশন গঠনঃ

সভাপতি/সভাপতি কর্তৃক মনোনিত প্রতিনিধি বিদায়ী কমিটির সহ-সভাপতির ব্যাচ থেকে নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন মনোনয়ন করবেন। নির্বাচন কমিশনে ১ জন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং ২ জন সহকারী নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। প্রতি ব্যাচ থেকে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক মনোনিত ১ জন ছেলে ও ১ জন মেয়ে প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। যে কোন পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত সভাপতি প্রহণ করবেন।

৩. মনোনয়নপত্র দাখিলঃ

নির্বাচন কমিশনার কর্তৃত প্রণীত মনোনয়পত্র প্রার্থীদেরকে নগদ অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করতে হবে। যথাযথভাবে পূরণের পর তা দাখিলের শেষ সময়ের পূর্বে নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিতে হবে।উল্লেখ্য মনোনয়নপত্রের অর্থ অফেরতযোগ্য। মনোনয়নপত্রের মূল্য নির্বাচন কমিশন নির্ধারণ করবে।

সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ পদ বাদে অন্যান্য প্রতি পদের বিপরীতে কমপক্ষে ২ জন প্রার্থী না পাওয়া গেলে, সেক্ষেত্রে উক্ত পদের জন্য ওই ব্যাচ এর সবাইকে প্রার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং প্রত্যেকের মনোনয়নপত্রের ফি হবে ১০০/= টাকা।

৪. নির্বাচনী সফটওয়্যার ও ভোটার তালিকা প্রস্তুতঃ

সিএসই সোসাইটি নির্বাচনে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। এক্ষেত্রে বিগত কয়েক বছর ধরে ব্যবহৃত সফটওয়্যারটি ব্যবহৃত হবে। তবে নির্বাচন কমিশন চাইলে বর্তমানে ব্যবহৃত সফটওয়্যারটির চেয়ে উন্নত কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে। সফটওয়্যারটিতে প্রতিটি ভোটারের জন্য গোপন লগিন পাসওয়ার্ড থাকবে, যা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আগে থেকেই প্রিন্ট করে অতি গোপনীয়তার সাথে সুরক্ষিত থাকবে।

৫. ফেইস-টু-ফেইস ও বিদায় অনুষ্ঠানঃ

মনোনয়পত্র দাখিলের পর যোগ্য প্রার্থীদেরকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিএসই সোসাটির সকল সদস্যের সামনে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার বর্ণনা করতে হবে । পাশাপাশি তাদেরকে একটু উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্বেরও মোকাবেলা করতে হবে। একই সাথে বিদায়ী নির্বাহী কমিটির সদস্যদেরকে ক্রেস্ট এবং সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিটির বিলুপ্তি ঘোষণা করা হবে।

৬. নির্বাচন অনুষ্ঠানঃ

নির্বাচনের দিন ভোট কেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোটারদেরকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভোট প্রদান করতে হবে। গোপন লগিন পাসওয়ার্ড নিজ নিজ ব্যাচের মনোনিত প্রিজাইডিং অফিসারের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। নির্বাচন কমিশন বলিষ্ঠ ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে একটি অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ বজায় রাখবে।

৭. ফলাফল প্রদানঃ
সভাপতির উপস্থিতিতে ফলাফল উন্মুক্ত করা হবে এবং সকলের সামনে ফলাফল সভাপতি ঘোষণা করবেন।

নির্বাচনী আচরণবিধিঃ

১. প্রার্থী ভোটের জন্য প্রচারণা চালাতে পোস্টার ছাপাতে পারবে, বিলি করতে পারবে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই দেয়ালে টাঙ্গাতে/সাটাতে পারবে না।
২. নির্বাচনী প্রচারণার জন্য এমন কিছু করা যাবে না, যাতে বিভাগের বিল্ডিং/ক্যাম্পাসে অসহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়।
৩. ভোটের জন্য কোন ভোটারকে কোন প্রার্থী/প্রার্থীর পক্ষের কেউ/গ্রুপ কোন ধরণের প্রলোভন/ভয়-ভীতি/হুমকি প্রদান অথবা প্রদানের চেষ্টা করতে পারবে না।
৪. কোন ধরণের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাবে না।
৫. কোন প্রার্থীর বিপক্ষে নির্বাচনী আচরণবিধি লংঘনের অভিযোগ পাওয়া গেলে, নির্বাচন কমিশন তৎক্ষণাত অভিযোগ তদন্ত করে দেখবে। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে আর্থিক জরিমানা/প্রার্থীতা বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশন সংরক্ষণ করে।
৬. যে কোন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন বিভাগীয় প্রধানের অনুমতি সাপেক্ষে নির্বাচন স্থগিতসহ যে কোন ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

নীতিমালা পরিবর্তনের নিয়মাবলীঃ

এই নীতিমালাটি ২০১৬ সালে সিএসই সোসাইটির প্রচলিত গৌরোবজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য ও নীতির উপর ভিত্তি করে প্রণীত এবং সিএসই সোসাইটি নির্বাচন কমিশন ২০১৬ কর্তৃক প্রস্তাবিত ।
নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে এই নীতিমালার যে কোন অংশ পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। এক্ষেত্রে সভাপতি সহ দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতির প্রয়োজন হবে।